চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

মেয়র পদক

ধারণাপত্র

পটভূমি

স্বীকৃতি মানুষকে প্রেরণা দেয়। মহিমান্বিত করে। নতুন কাজে উদ্বুদ্ধ করে। যিনি স্বীকৃতি পান তিনি কৃতজ্ঞ হন, আর যিনি স্বীকৃতি দেন মানুষ হিসেবে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কারণ তিনি অন্যের কাজকে সম্মান করলেন। কিন্তু আমাদের সমাজে মহৎ কাজের স্বীকৃতি পাওয়া কঠিন। মৃত্যুর পর আমরা মহৎ ব্যক্তির প্রশংসা করি। কিন্তু মৃত্যুর আগে তার মাহাত্ম্য , মেধা বা কাজের স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করি। কাজের যথাযথ মূল্যায়ন , কিংবা অবমূল্যায়ন একটি মানুষের জীবনের উত্থান পতনে অনেক ভূমিকা রাখে। এই সমাজমনস্কতা থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। সমাজের স্বার্থেই আমাদের মনোভাব পাল্টানো দরকার।

আশার কথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সেই পুরোনো প্রথা থেকে বেরিয়ে আসছে। আমাদের রাষ্ট্র এবং সরকার পরিচালিত বহু প্রতিষ্ঠান নানা ক্ষেত্রে, নানা বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পুরস্কারের প্রবর্তন করেছে। স্বাধীনতা পদক, একুশে পদক, বেগম রোকেয়া পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ নানা বেসামরিক ও সামরিক পদক প্রবর্তন করা হয়েছে। শিল্প সাহিত্য, প্রকৌশল, বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পরিসরের অবদান রাখার জন্য সাধারণত এইসব পুরস্কার বা পদক দেওয়া হয়। অর্থ্যাৎ এইসব স্বীকৃতি পেতে হলে একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তার কাজের পরিধি নিজের এলাকাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে।

কিন্তু একটি দেশের সীমানার মধ্যে কেন্দ্র থেকে দূরে বিভিন্ন প্রান্তে ওয়ার্ড বা পাড়া , ইউনিয়ন, থানা, উপজেলা, জেলা পর্যায়ে বিচিত্র কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। এসব কর্মকাণ্ডের হাজার রকম ধরন। কৃষি থেকে শুরু করে শিক্ষা, প্রকৌশল, উন্নয়ন, সংস্কার, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানসহ শত রকম কাজে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিয়ত অবদান রেখে চলেছে। এইসব প্রান্তিক কাজ দিয়ে মূলত রাষ্ট্রের চেহারা, বৈশিষ্ট্য, আদল ও ভবিষ্যৎ তৈরি হয়। রাষ্ট্রের প্রধান প্রবাহে মূলত এরাই যোগান দেয়। এই বিশাল কর্মযজ্ঞকে আমরা একটা নদীর প্রবাহের সাথে তুলনা করতে পারি। বৃহত্তর চট্টগ্রামের প্রধান নদী কর্ণফুলী। কর্ণফুলীর প্রবাহকে সচল রেখেছে ছোট ছোট বহু খাল, ছড়া, উপনদী, শাখা নদী। প্রধান নদীটিকে সচল সক্রিয় রাখতে পানি সরবরাহ করে ওইসব ছোট ছোট পানিপ্রবাহ। কিন্তু প্রধান নদীর স্বীকৃতি মিলছে কর্ণফুলীর।

ঠিক একইভাবে রাষ্ট্রের কিংবা দেশের সকল উন্নয়নের সমান অংশীদার এদেশের প্রতিটি অঞ্চলে বিচিত্র কাজে লিপ্ত প্রত্যেকটা মানুষ। যাদের কাজের কথা সেই আঞ্চলিক সীমানার ভেতরেই থাকে। তাদের মেলে না কোনো সরকারি কিংবা বেসরকারি স্বীকৃতি। কিন্তু যদি জেলা উপজেলা পর্যায়ে যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রান্তিক পর্যায়ে পদক, স্বীকৃতি বা

পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেত তাহলে সারা দেশে বিশাল একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়ত। দেশ উন্নয়নে কিংবা অন্য যে কোনো কাজে একটা বিশাল সাড়া পাওয়া যেত।

কাজের স্বীকৃতি মানুষকে নতুন করে কাজে উদ্বুদ্ধ করে। প্রেরণা দেয়। নতুন উদ্যমে কাজ করার শক্তি পায় পুরস্কার বা স্বীকৃতি প্রাপ্ত মানুষ। বিভিন্ন গবেষণায় দেশে দেশে তা প্রমাণিত হয়েছে। এই যুক্তি বা সত্য উপলব্দি করেই বন্দর নগরীতে মেয়র পদক চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই প্রাচীন নগরের চেহারা পাল্টাতে, এই নগরকে সত্যিকারের বাণিজ্যিক রাজধানীতে রূপান্তরিত করতে এর প্রত্যেকটা কাজের গতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে এই পুরস্কার বড় একটা ভূমিকা রাখতে পারবে। কারণ ভৌগলিক, অর্থনৈতিকভাবে বিশেষ অবস্থানের কারনে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর নগর চট্টগ্রাম এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। দেশের একমাত্র সমুদ্রবন্দর এখানে অবস্থিত। এ দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের সিংহভাগ কর্মকাণ্ড এই বন্দর দিয়েই সংঘটিত হয়। এই জন্যই এখানকার প্রধান নদী কর্ণফুলীকে দেশের অর্থনীতির প্রাণপ্রবাহ বলা হয়। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর চট্টগ্রামকে এই জন্যই বাণিজ্যিক রাজধানী বলা হয়। এ নগরে ৪১টি ওয়ার্ড। এখানে বাস করে প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ। সমুদ্র, নদী, হ্রদ, ঝিরিঝরনা, খাল, আবার পাহাড়ের পাশাপাশি অবস্থানের কারণে এ নগরীর বিশেষ প্রকৃতিগতভাবে বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র্য। এই নগরের বহু ওয়ার্ডের একদিকে আছে নদী, অন্যদিকে আছে সাগর। আবার সাংস্কৃতিকবৈচিত্রেও অন্যান্য জেলা থেকে একেবারে আলাদা। একইভাবে সমুদ্রবন্দরের কারণে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ নগরের সরকারি ও বেসরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে, প্রশাসনে, আদালতে, বন্দরে, শিল্পকারখানায়, সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, হাসপাতালে, বিভিন্ন নেটওয়ার্কে, দপ্তরে, বড় বড় শপিং মলে, চাক্তাই খাতুনগঞ্জ, আগ্রাবাদ, পাহাড়তলীসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক কেন্দ্রে, হাজার হাজার দোকানপাটে, বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ নগরের তথা দেশের উন্নয়নে কোনো না কোনভাবে অবদান রেখে চলেছে। এই সব কর্মকাণ্ডের সময় প্রাকৃতিক ও সামাজিক ভাবে বহু প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা থাকে। তা সত্ত্বেও বন্দর নগরীর কর্মযজ্ঞ থেমে থাকে না। আধুনিক ও সুন্দর চট্টগ্রাম গঠণে , মানবকল্যাণে ও জনসাধারণের জীবনের মান উন্নয়নে অনেকেই অবদান রেখে যাচ্ছেন।উন্নয়নের এই রথের গতিকে আরও বেগবান ও সুদূরপ্রসারি করতে এদের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন ও স্বীকৃতির প্রদানের প্রক্রিয়া নির্ণয় করা উচিত।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এই নগরের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান অংশীদার। মেয়র এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান। এখানকার নাগরিকদের নানা নাগরিক সুবিধা প্রদান, এই নগরের উন্নয়ন ও কল্যাণকর কাজের বেশিরভাগ নির্ভর করে তার আন্তরিকতা ও চেষ্টার ওপর। নগরকে একবিংশ শতাব্দির যোগ্য করে তুলতে তারই ভূমিকা ও সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই নগরের উন্নতি ও অবনতি তার নেতৃত্বের দোষগুনের ওপর নির্ভর করে। তাই তিনি নগরের অভিভাবক। তাকে অনেকেই নগরপিতাও বলা হয়।

নগরের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে দায়িত্ববান মানুষকে কাজে লাগাতে তাদের প্রেরণা দেওয়ার মানসিকতায় উন্নয়নমূলক ও কল্যাণকর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ রেজাউল করিম চৌধুরী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন, অগ্রগতি ও মানব কল্যাণে ভূমিকা রেখেছে এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সসমূহের মধ্যে থেকে নিম্নক্ত ৫ টি শ্রেণীতে " মেয়র পদক " প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

ক্যাটাগরি সমূহ

১। যুব নেতৃত্ব
২। নগর নেতৃত্ব
৩। নগর স্বেচ্ছাসেবক
৪। নারী নেতৃত্ব
৫। বিশেষ ক্যাটাগরি (রিচার্চ, প্রাক্টিশনার, কমিউনিটি গ্রুপ, ইন্সটিটিউশন, নেটওয়ার্ক, সিভিল সোসাইটি)
এই কার্যক্রমে প্রথম বছর সেভ দ্য চিলড্রেন ও ইপসা সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্ব উদ্যোগে এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে।

উদ্দেশ্য

১) উপরিউক্ত শ্রেণিবিশেষের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করে তাদের সম্মান জানাননো। স্বীকৃতি ও অনুপ্রেরণা দেওয়া।
২) যারা অদম্য। বাধার পাহাড় ডিঙিয়েছেন। অর্জন করেছেন সফলতা। তাদের অগ্রযাত্রাকে আরও এগিয়ে নেওয়া, আরও ব্যাপক করা। তাদের সহকর্মী ও পরবর্তীদের অনুপ্রাণীত করা।
৩) স্থানীয় পর্যায়ের কাজের মূল্যায়ন করে তাদের কাজের পরিসর বাড়িয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা। যাতে তারা জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি অর্জন করতে পারেন।
৪) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কাজে উৎসাহিত হয়ে পরবর্তী প্রজন্ম যাতে সুন্দর সমাজ গঠনে এগিয়ে আসে।

পাঁচটি ক্যাটাগরির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

যুব নেতৃত্ব

যুব সমাজ বদলে যাওয়ার হাতিয়ার। তাদের শক্তি দিয়েই সমাজ পাল্টায়। তাদের কণ্ঠেই শোনা যায় নতুন আবাহন। তারা আমাদের চেঞ্জ মেকার। নগর তথা রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও মানবিক চেতনার বিকাশও তাদের হাতে। আমাদের সকল সীমাবদ্ধতা, নানা হতাশা, অপকর্ম, অস্থিরতা, অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে তারাই দাঁড়াতে পারে। যুবকেরাই এগিয়ে আসতে পারে নানা দুর্যোগে আর্ত মানবতার সেবায়।

যুব উদ্যোক্তা তৈরি, সামাজিক কার্যক্রমে বিশেষ করে শিক্ষার প্রসার, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত সচেতনা বৃদ্ধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনে সহনশীল নগর নির্মাণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে যুব সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। এই সব বিবেচনায় রেখে একজন যুব আইকনকে অথবা যুব সমাজের প্রতিনিধিকে মেয়র পদক প্রদানের বিবেচনা করছি। এই ক্যাটাগরিতে ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সীরা বিবেচ্য হবেন।

নগর নেতৃত্ব

নগরে ৪১ টি ওয়ার্ড। এতে আছেন ৪১ জন কাউন্সিলর। আরও আছেন সংরক্ষিত নারী আসনের ১৪ জন নারী কাউন্সিলর। তারা জনপ্রতিনিধি। এরা খুবই ক্ষুদ্র স্তরে (মাইক্রোলেভেলে) উন্নয়নের কাজ করেন। এদের সমূহ কাজের ওপরই মূলত নির্ভর করে একটি নগরের সার্বিক উন্নয়ন। এরাই জনসেবা নিশ্চিত করেন। এরাই নিজ নিজ উদ্যোগে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ পরিকল্পনা প্রণয়নে নতুন নতুন ধারনা এনেছেন। সৃজনশীলতার ছাপ রেখেছেন। এরা কাজ করেছেন বা ভূমিকা রেখেছেন শিশুবান্ধব নগর তৈরিতে, আধুনিক ও স্বাস্থ্য সম্মত বর্জ্য

ব্যবস্থাপনায়, পানি সরবরাহে, সৌন্দর্যবর্ধনে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা। নানা কর্মকাণ্ডে গুণগত পরিবর্তন আনতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন অথবা নানা কাজে সফল একজন ওয়ার্ড কাউন্সিলর, কাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন এমন একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/ কাউন্সিলরকে নগর নেতৃত্বে মেয়র পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

নগর স্বেচ্ছাসেবক

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে দুই হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। তারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের পাশে দাঁড়ান। দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনে তারা পাশে থাকেন। নানা সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রমে ভূমিকা রাখেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সমন্বয় করে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে তারা অংশ নেন। কোভিড-১৯ অতিমারিতে কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকেরা জীবনবাজী রেখে লাশ দাফন, সৎকার, ত্রাণ সহায়তা, বিভিন্ন বিধিনিষেধ বাস্তবায়ন ও টিকাদান কার্যক্রমে কাজ করছেন। তারা নগরের কোথায় কোথায় ঝুঁকি তার চিহ্নিত করেন। ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ের বসবাসকারীদের সতর্ক করা, স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যাম্পেইনে তারা নিযুক্ত। নগর সবুজায়ন, জলাবদ্ধতা নিরসন, রক্তদান, খাল ও নদী রক্ষা, বায়ু দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিঘাত, রক্তদান কর্মসূচি, নিরাপদ সড়ক ইত্যাদি নাগরিক আন্দোলনেও তাঁরা ভূমিকার রাখেন। এই সমস্ত মহৎ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে নগর স্বেচ্ছাসেবক জাতীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী নগর স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচনায় মেয়র পদকের জন্য সক্রিয় বিবেচনা করা হয়েছে।

নারী নেতৃত্ব

নারীর সক্রিয় ও স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া পৃথিবীর কোনো খাতে উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই উপলব্দি থেকে নারীকে সব কাজে উৎসাহিত করতে, পিছিয়ে পড়া নারীদের অধিকার রক্ষা, আর্থসামাজিক, শিক্ষা, শিল্পবাণিজ্যসহ মূলধারার কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বাড়ানো, উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সংস্কৃতি চর্চার বিকাশে যে সব নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন তাদের মধ্যে থেকেও মেয়র পদকের জন্য বিবেচনা করা হবে।

বিশেষ ক্যাটাগরি (রিসার্চ, প্র্যাক্টিশনার, কমিউনিটি গ্রুপ, ইন্সটিটিউশন, নেটওয়ার্ক, সিভিল সোসাইটি)

এই ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত তারাই যারা পরিকল্পনা প্রণয়ন, গবেষণা, নাগরিক সমস্যা সমাধানে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি, বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবিলা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, নদী ও খালরক্ষায় জনমত সৃষ্টি, নগরের এমন কিছু সমস্যাকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই ক্যাটাগরিতে নাগরিক সমাজ গবেষক, সংগঠক, প্রতিষ্ঠান, নেটওয়ার্ক ইত্যাদিকে বিবেচনা করা হয়েছে।

যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সংগত কারণে উপরোক্ত ৫ টি ক্যাটাগরিতে মেয়র পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মাননীয় মেয়র মহোদয় এই পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দিতে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করবেন। সেই কমিটি চট্টগ্রাম শহরের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি জুরি বোর্ড গঠন করবেন। জুরি বোর্ড সুর্নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পদক প্রাপ্তদের নির্ধারণ করবেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর একাধিক

কর্মকর্তাসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ৭ সদস্য বিশিষ্ট জুরিবোর্ড গঠন করা হবে। জুরিবোর্ডের প্রত্যেক সদস্য ৫টি ক্যাটাগরিতে স্কোর প্রদান করবেন।

আবেদন প্রক্রিয়ায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ

বাংলাদেশের স্বনামধন্য একাধিক জাতীয় পত্রিকা/ আঞ্চলিক পত্রিকা এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে আবেদন করার জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করা হবে।

ক. আবেদনকারী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে বসবাসকারী হতে হবে।

খ. ইমেইল অথবা সরাসরি আবেদন পত্র দাখিল করা যাবে। এইক্ষেত্রে প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী নাম ও স্বাক্ষর সংযুক্ত হতে হবে।

গ. আবেদনের উপরে ক্যাটাগরির নাম উল্লেখ করতে হবে

ঘ. আবেদনকারীর জীবনবৃত্তান্ত ও পার্সপোর্ট সাইজের দুইকপি ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. আবেদনকারীকে স্ব স্ব কাজের সফলতা স্বরূপ তথ্য উপাত্ত সংবলিত দলিলাদি ও ছবি সংযুক্ত করতে হবে (উল্লেখযোগ্য)

চ. আবেদনকারীর তথ্যের সত্যতা ও বস্তনিষ্ঠতা প্রমাণ সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তির প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষর সহ প্রদান করতে হবে।

ছ. কোনো ক্ষেত্রে ভুল তথ্য প্রেরণ করলে পুরস্কারের অযোগ্য হবেন। যারা রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতারণার সামিল এবং আইনগতভাবে অপরাধযোগ্য কোনো কাজের সঙ্গে জড়িত তাঁদের আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন: আয়কর ফাঁকি দেওয়া, নারী নির্যাতন বা অন্যান্য অপরাধে (অনৈতিক কর্মকাণ্ড) অপরাধী সাব্যস্থ বা সনাক্ত হওয়া ইত্যাদি।

জ. নারী নেতৃত্ব ক্যাটাগরি ছাড়া অন্য চারটি ক্যাটাগরিতে নারী-পুরুষ উভয়ই বিবেচিত হবেন। আবেদনপত্রের যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জুরিবোর্ডের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

সর্বাধিক যাচাই-বাছাই ও সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত ৫ টি ক্যাটাগরিতে মেয়য় পদক প্রদান করবেন।

মেয়র পদক পেতে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা নেটওয়ার্ককে জুরি বোর্ডের মনোনয়ন অর্জনে তাঁদের কাজের প্রোফাইল (কাজের বিবরণ/অগ্রগতি / প্রভাব) তথ্য, উপাত্ত সহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

জুরিবোর্ডের কর্মপরিধি

১। জুরিবোর্ড এর সদস্যগণ মেয়র পদক কার্যক্রম এগিয়ে নিতে কয়েকধাপে সভা আয়োজন করবে।
২। যাচাই-বাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সার্বিক বিষয়াদি সম্পন্ন করবেন।
৩। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কে অবহিত করবেন।
৪। ৫টি ক্যাটাগরিতে মনোনয়ন চূড়ান্ত করবেন, মনোনীত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মাননীয় মেয়র মহোদয়কে সম্মুখ অবহিত করবেন এবং মেয়র মহোদয় চুড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবেন।
৫। জুরিবোর্ডের প্রত্যেক সদস্য ৫টি ক্যাটাগরীতেই নিজস্ব মতামত/স্কোর প্রদান করবেন।
৫। পদক প্রাপ্তদের কেউ পরবর্তীতে নেতিবাচক কর্মকান্ডে জড়িত হলে কিংবা বিশেষ কোনো তথ্য গোপন করেছে প্রমানিত হলে জুরিবোর্ড এর জন্য দায়ী হবেনা।

জুরিবোর্ডের সময়কাল এবং অব্যাহতি প্রসঙ্গে

১। জুরিবোর্ডের কোন সদস্য অব্যাহতি চাইলে পত্রের মাধ্যমে তা জুরিবোর্ডের প্রধান/সভাপতি বরাবর আবেদন করবেন, সভাপতি মেয়র মহোদয়ের মতামত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
২। প্রতিবছর একই জুরিবোর্ড কার্যকর থাকবে কিংবা থাকবেনা সেক্ষেত্রে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

অনুষ্ঠান আয়োজন ও প্রচারণা

ক. বিভিন্ন যাচাই-বাছাই পক্রিয়ার মাধ্যমে জুরি বোর্ড যে ৫ (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) জনকে চুড়ান্ত করবেন মেয়রের অনুমোদন এর ভিত্তিতে তাঁদের পত্রযোগে এবং ফোনে অবহিত করা হবে।

খ. প্রতিবছর পদক বিজয়ীদের হাতে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পদক ও অর্থসন্মানী প্রদান করা হবে।

গ. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের হাতে পদক তুলে দেবেন।

ঘ. উক্ত পদক প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

ঙ. পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রয়োজন সাপেক্ষে পার্টনারশিপের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে।

চ. পদকপ্রাপ্তদের প্রোফাইল সহ বিশেষ প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫টি ক্যাটাগরির মূল্যায়ন ছক

যুবশক্তি/যুব আদর্শ/যুব আইকন

ক্রম	মূল্যায়নের মাপকাঠি/নির্ণায়ক	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১	রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও মানবিক চেতনার বিকাশে অবদান	১০	
২	সৃজনশীলতা, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং অভিনবত্ব	১০	
৩	যুব উদ্যোক্তা তৈরি এবং সেই উদ্যোগে অন্যদের অনুপ্রাণিত করার উপাদান	১০	
৪	গৃহীত উদ্যোগের আর্থ-সামাজিক প্রভাব	১০	
৫	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনে উদ্যোগটির ভুমিকা/কার্যকারিতা	১০	
৬	**মোট**	**৫০**	

নগর নেতৃত্ব (সিটি লিডার)

ক্রম	মূল্যায়নের মাপকাঠি/নির্ণায়ক	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১	অন্তর্ভূক্তিমূলক (শিশু, প্রতিবন্ধী, নারী ও প্রবীণবান্ধব) সহনশীল নগর তৈরিতে অবদান	১০	
২	জনসেবামূলক উদ্যোগ গ্রহণ বাস্তবায়ন	১০	
৩	উদ্যোগের সৃজনশীলতা ও অভিনবত্ব	১০	
৪	উদ্যোগের স্থায়িত্বশীলতা এবং সেই উদ্যোগে অন্যদের অনুপ্রাণিত করার উপাদান	১০	
৫	উদ্যোগের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চার উপাদান	১০	
৬	**মোট**	**৫০**	

নগর স্বেচ্ছাসেবক

ক্রম	মূল্যায়নের মাপকাঠি/নির্ণায়ক	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১	দূর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে সাড়াদানকারী হিসেবে উল্লেখযোগ্য অবদান/ভুমিকা	১০	
২	সচেতনতামূলক এবং সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণের অগ্রগামিতা	১০	
৩	স্বেচ্ছাসেবার দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং অন্যদের অনুপ্রাণিত করার উপাদান	১০	
৪	উদ্যোগের সৃজনশীলতা ও অভিনবত্ব	১০	
৫	প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় অবদান	১০	
৬	**মোট**	**৫০**	

নারী নেতৃত্ব

ক্রম	মূল্যায়নের মাপকাঠি/নির্ণায়ক	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১	নারী উদ্যোক্তা তৈরি এবং মুলধারার অর্থতৈিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ	১০	
২	জনকল্যাণমূলক (আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত) কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ	১০	
৩	পিছিয়ে পড়া নারীদের অধিকার রক্ষায় প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় ভুমিকা গ্রহণ	১০	
৪	উদ্যোগের সৃজনশীলতা ও অভিনবত্ব	১০	
৫	উদ্যোগে অন্যদের অনুপ্রাণিত করার উপাদান	১০	
৬	**মোট**	**৫০**	

বিশেষ ক্যাটাগরি (গবেষক, প্র্যাক্টিশনার, কমিইনিটি গ্রুপ, ইনস্টিটিউশন, নেটওয়ার্ক, সিভিল সোসাইটি)

ক্রম	মূল্যায়নের মাপকাঠি/নির্ণায়ক	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১	নগর বিনির্মাণে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ভুমিকা	১০	
২	জনকল্যাণে উদ্যোগটির অবদান	১০	
৩	উদ্যোগের সৃজনশীলতা ও অভিনবত্ব	১০	
৪	স্থায়িত্বশীলতার বিবেচনায় অন্যদের অনুপ্রাণিত করার উপাদান	১০	
৫	আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্যোগের ইতিবাচক ভুমিকা	১০	
৬	**মোট**	**৫০**	